1 **ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে পার্থক্য কী?**

উত্তর ▶ ভারতীয় দর্শনে তত্ত্বগত আলোচনা ও জীবনের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ উভয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই ভারতীয় দর্শনে জগৎ ও জীবনের মূল সত্য অর্থাৎ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সত্য জ্ঞানকে জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, মোক্ষ লাভ করে কীভাবে পরমানন্দলাভ সম্ভব তাও ভারতীয় দর্শনে নির্দেশ করা হয়েছে।

অপরপক্ষে, পাশ্চাত্য দর্শন কেবল তত্ত্বগত আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পাশ্চাত্য দর্শন সত্য জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু এবং জ্ঞানলাভ হলে তা শেষ হয়। তবে এই সত্য জ্ঞানকে জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না।

Scanned with CamScanner

2 **পাশ্চাত্য 'Philosophy' এবং 'ভারতীয় দর্শন' শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য কী?**

উত্তর ▶ ইংরেজি 'Philosophy' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক শব্দ 'Philos' ও 'Sophia' থেকে। 'Philos' শব্দের অর্থ 'Love' (অনুরাগ) এবং 'Sophia' শব্দের অর্থ wisdom (জ্ঞান)। তাই 'Philosophy' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ।

অপরপক্ষে, 'ভারতীয় দর্শন' শব্দটির উৎপত্তি 'দৃশ' ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় যোগে। 'দৃশ' ধাতুর অর্থ দর্শন করা হলেও ভারতীয় দর্শনে সত্য দর্শন বা তত্ত্ব দর্শন ও তত্ত্ব উপলব্ধি এবং জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাকেও বোঝানো হয়েছে।

3 **ব্যাবহারিক প্রয়োজনের দিক থেকে পাশ্চাত্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে পার্থক্য কী?**

উত্তর ▶ ব্যাবহারিক প্রয়োজনের তাগিদেই ভারতীয় দর্শনের উদ্ভব হয়েছে। মানুষের জীবন দুঃখময়। দুঃখের আত্যন্তিক মুক্তি অর্থাৎ মোক্ষলাভের পথ অনুসন্ধানের জন্য ভারতীয় দর্শনের জন্ম হয়েছে।

অপরপক্ষে, জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা থেকেই পাশ্চাত্য দর্শনের উদ্ভব হয়েছে। জগৎ ও জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করাই পাশ্চাত্য দর্শনের লক্ষ্য।

4 **ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে পার্থক্য কী?**

উত্তর ▶ ভারতীয় দর্শনে ধর্ম ও দর্শনকে অভিন্ন গণ্য করা হয়। যেমন, বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধধর্ম, জৈনদর্শন ও জৈনধর্ম, বেদান্ত দর্শন ও হিন্দুধর্ম প্রভৃতি সকল দর্শন ও ধর্মই অভিন্ন।

অপরপক্ষে, পাশ্চাত্য দর্শনের ক্ষেত্রে ধর্ম ও দর্শন সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধর্মের উৎস মানুষের হৃদয়, মানুষের বিশ্বাস, যেখানে যুক্তিতর্কের কোনো স্থান নেই। কিন্তু দর্শনের উৎস মানুষের যুক্তি। তাই যুক্তিতর্কই হল পাশ্চাত্য দর্শনের ভিত্তি।

5 **পদ্ধতিগত দিক থেকে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে পার্থক্য কী?**

উত্তর ▶ ভারতীয় দর্শন নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে তার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে, ভারতীয় দর্শন আলোচনার পদ্ধতিগুলি হল—[1] পূর্বপক্ষ উপস্থাপন, [2] পূর্বপক্ষ খণ্ডন, [3] স্বমত প্রতিষ্ঠা।

অপরপক্ষে, পাশ্চাত্য দর্শন পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মতবাদের দোষ, ত্রুটি, অসংগতি প্রভৃতির সমালোচনা করে তা দূর করার জন্য নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে।

6 **জীবনমুখিতার দিক থেকে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে পার্থক্য কী?**

উত্তর ▶ ভারতীয় দর্শন জীবনমুখী দর্শন। কেন-না, মানুষ কীভাবে তাদের জীবনযাত্রা পরিচালিত করবে তার নির্দেশ ভারতীয় দর্শনে পাওয়া যায়।

অপরপক্ষে, পাশ্চাত্য দর্শন জীবনমুখী দর্শন নয়। কেন-না, পাশ্চাত্য দর্শন কেবল তত্ত্ব আলোচনা করে, মানুষের জীবনযাত্রা কীভাবে পরিচালিত হবে তার নির্দেশ দেয় না।

7 **জগতের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য কী?**

উত্তর ▶ ভারতীয় অদ্বৈতবাদী দার্শনিক শংকরাচার্যের মতে, ব্রহ্ম হল জগতের মূলতত্ত্ব, জগৎ মিথ্যা অবভাস মাত্র। আবার অদ্বৈতবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পিনোজার মতে, মূলতত্ত্ব এক তা হল ঈশ্বর, জগৎ অবভাস। ভারতীয় দ্বৈতবাদী সাংখ্যদর্শন মতে, মূলতত্ত্ব দুটি, তা হল প্রকৃতি ও পুরুষ। তেমনই দ্বৈতবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিক দেকার্তের মতে, মূলতত্ত্ব দুটি, তা হল জড়দ্রব্য ও চেতন দ্রব্য।

Scanned with CamScanner